OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 276 - 284
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা : যুগান্তরিত পরিকাঠামোর নিষ্ক্রিয়তা

ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গলসী মহাবিদ্যালয়
Email ID: sampriyaas@gmail.com
0009-0009-8066-6091

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Women, Social thought, Self -Resort, Self - Employment, Self -esteem.

Abstract
Attempts for women's self-adoption and self -esteem have been brilliantly captured in literature in the context of the First and Second World war. Women do not just make life and bigger in the society. With that, she can show her expertise in the world of employment. In the story Setar Neelima did not live her husband Thaisis patient Subimal. She wants to become the true partner Subimal from every aspect.But she did not receive respect from Subimal and everyone in his house.In the story Cheaque, the typist Sarasi Dutta has not been honored in the office and her house but the lover and husband Subimal gave her proper respect she deserves. In the story Abataranika Aarti has taken all the responsibilities of the family with her husband Subrata. She has regularly done the office. But in the name of women, the entertaining propaganda protested by her. The women of the three stories have somehow destroyed all their own needs of the world due to their family. But the point is that in the end they did not receive the respectable honor and evaluation of women.

Discussion

বিশ শতকের গল্পকারদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটি উল্লেখযোগ্য নাম। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, দেশভাগ, দাঙ্গা, বঙ্গভঙ্গ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত জনজীবনের কথা তুলে ধরেছেন তিনি। অভাবক্লিষ্ট বাঙালির সমস্যাসংকুল জীবন তার লেখায় প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। সমাজে নারীর বহুতর রূপ। সেই রূপের মধ্যে থেকে অর্ধশিক্ষিত নারীর স্বাবলম্বনের চেষ্টা, সাংসারিক প্রয়োজনে সহায়তার চেষ্টার আখ্যান গল্পকার সজীব করে তুলেছেন তাঁর লেখায়। স্বাবলম্বন নারীর জন্য জরুরি। এ নিয়ে কোনো মতানৈক্য একালের উত্তরাধুনিক সমাজে না থাকলেও যে সমাজের ছবি গল্পগুলির মধ্যে উঠে এসেছে; সেগুলির সময় ও সমাজ সম্পূর্ণ পৃথক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "মধ্যবিত্ত সংসারের দারিদ্র্যের পীড়নে অকস্মাৎ অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার গোয়ালে বাঁধা এই মেয়েদের বঞ্চিত বুভুক্ষু হৃদয়ে ভালোবাসার জন্য একটা প্রবল আকুতি জাগিয়া উঠে; কিন্তু যান্ত্রিক কর্তব্য পালনের ভিতর দিয়া তাহাদের স্বভাব-সৌকুমার্য ও আবেগের সরসতা শুষ্ক হইয়া যায়।"[১]

১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় আলোচনার প্রথম গল্প 'সেতার' রচিত হয়। 'বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। হাসপাতালে আক্রান্ত স্বামী সুবিমলের সঙ্গে কথোপকথনের সময় একসময়ের ভুলে থাকা সংগীতচর্চা শুরু করার কথা জানিয়েছে নীলিমা। তাদের সংসার শ্বশুর আর স্বামীর রোজগারে চলে যেত কায়ক্লেশে। কিন্তু অসুস্থ হবার পর রোজগারবিহীন স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য নীলিমা শেষপর্যন্ত এই পথ নির্বাচন করে নিয়েছে। স্বামীর কাছে অনুমতি প্রার্থনার জন্য নীলিমার মন্তব্য লক্ষণীয় -

> "...আগে কথা দাও আপত্তি করবে না রাগ করবে না।"[২]

নীলিমার প্রার্থনা যে, সে তার মামাতো বৌদির পিসেমশাই রায়সাহেব পি.এন. বিশ্বাস- এর বাড়িতে তাঁর দুই নাতনিকে গান শেখাতে যাবে। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন সেই হাসপাতালের পরিবেশের; যেখানে নীলিমা তার স্বামী সম্ভাষণের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছে। সুবিমল মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতার পুরুষ। স্ত্রীকে নিজের অসুস্থতার কারণে অন্যের বাড়ি গান শেখাতে পাঠাবার মতো হৃদয়ের ঔদার্য তার নেই। তাছাড়া নিজের মনকে ধাতস্থ করতে পারলেও বাড়িতে মা-বাবার অসম্মতির সম্ভাবনা তার মাথায় উঁকি দেয়। কিন্তু খাদ্য মানুষের এমনই প্রাথমিক প্রয়োজন যে, তার জন্য মানুষ হয়তো অনেক আদর্শ বা আচারই পরিবর্তিত করে প্রয়োজন অনুসারে।

বিয়ের পর মাত্র কয়েক মাসের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নীলিমা শ্বশুর-শাশুড়ির অমতে দিতে পারেনি। ছেলে সুবিমলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নীলিমার মেলামেশায় আপত্তি জানিয়েছেন তারা। আবার প্রয়োজনের সময় তারাই নীলিমার সংসারের জন্য আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

যাদবপুরের হাসপাতালে প্রথম বছর মোটা টাকা খরচ করে বেড এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পর অবশেষে অনেক কষ্টে বিনামূল্যে বেড মিলেছে সেখানে। সুবিমলরা ছয় ভাই বোন। সুবিমলের পরের দু'টি বোন বয়স্থা, অনূঢ়া। ভাইরা স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ে। নিজের জন্য তাই বন্ধুদের কাছে ধার চেয়ে কোনোক্রমে হাসপাতালের বাকি খরচটুকু সামলাচ্ছিল সুবিমল। কিন্তু যেখানে আয়ের নিশ্চয়তা নেই; সেখানে খরচ সীমাহীন। নীলিমা স্বামীর সম্মান এবং জীবন দুইই বাঁচাতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। নীলিমার শরীরের কথাও সুবিমলের মনে হয় এই সূত্রে। খানিকটা টাকা বাড়তি রোজগারের আশায় অফিসের কাজের পর যখন সুবিমল বাইরে বেরোতো; তখন ঠিক এই আশঙ্কাই প্রকাশ করতো নীলিমা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কথা সুবিমল এত কিছুর মধ্যেও মনে রাখছে - এটাই নীলিমার কাছে পরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। শ্বশুর কালীমোহন আর শাশুড়ি মনোরমার মানসিকতার প্রেক্ষিতে নীলিমা মৃদু হাসে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন -

> "স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী সকলের মনে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই বিপদের আশঙ্কা। অভাব অনটন সমস্ত সংসারকে গিলে ধ'রেছে কিন্তু স্থির আছে সেই অবিশ্বাস, সেই কুটিল সংশয়-প্রবণতা।"[৩]

নীলিমা এসব তার বাল্যকাল থেকেই দেখে আসছে। ফলে সে খুব একটা আশ্চর্য হয় না।
তার জবাব এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় -

> "...অত ভাবছেন কেন মা, আজকাল কত মেয়েই এমন তো করছে। এতে নিন্দার কিছু নেই। আর নিন্দা-বন্দনার দিকে কান দেওয়ার এই কি আমাদের সময়?"[৪]

রেখা অর্থাৎ মামাতো বৌদিই প্রথম দিন নীলিমার সঙ্গে তার ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। ভবানীপুর থেকে কালীঘাট - দূরত্ব মাত্র কয়েকটি স্টপেজের। কিন্তু বাড়ির বউয়ের টাকা রোজগারের চেষ্টায় বাইরে বের হয়ে পড়ার বিষয়টি সেকালেও বড়ো অদ্ভুত ছিল। রায়সাহেবের বাড়িতে সচ্ছল অবস্থা। সবকিছুই সুসজ্জিত। অঞ্জু আর মঞ্জু অর্থাৎ কৃষ্ণা আর কাবেরী দুই বোনকে গান শেখাবে নীলিমা। এ বাড়িতে গান- বাজনা শেখার বিষয়ে সবারই বেশ আগ্রহ আছে বোঝা যায়। কিন্তু সেখানে ভূমিকা হিসেবে যে গান নীলিমা গাইলো; তা তেমন শ্রুতিমধুর হল না। মানসিক অশান্তি এর মূল কারণ - বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে রেখা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নীলিমার গানের তুলনায় তাকে গান শেখানোর জন্য নিযুক্তির মাধ্যমে নিজেদের মহানুভতার কথাও বুঝিয়ে দেন রায়সাহেবরা। রায়সাহেবের বাড়িতেই নীলিমা সেতার দেখতে পায়। গান- বাজনার চর্চার জন্য উপযুক্ত সুযোগ এবং সময় কোনোটাই সে পায়নি। তুলে পড়ার সময় নিজের উদ্যোগে গান শিখেছিল। রেকর্ড আর রেডিও শুনে সেই সূত্রে পরিচিত বিদ্যা তার। সকালে উঠে তাই গলা সেধে নিজেকে প্রস্তুত করে সে। লেখক প্রতিমুহূর্তের ঘটনায় দক্ষ শিল্পীর মতই মনে করিয়ে দিয়েছেন, সংসারে নারীর শিক্ষা এবং নারীর স্বাবলম্বন ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। নীলিমার গানের চর্চায় দুই ননদ শান্তি আর সুধা এসে যোগ দেয়। তাদেরও মনে হয়, গান শিখে রোজগার করবে তারা। অভাবের পীড়ন এভাবেই পেষণ করেছে এ সময়ের কলকাতাকে। মনোরমা বিরক্ত হন এই সংগীতচর্চায়। কারণ তাঁর মতে, এসব হল আমোদ। নীলিমাকে একইসঙ্গে ঘরের কাজ সামলাতে হয়। মানসিকতার প্রকৃত পরিবর্তন মানুষের মধ্যে আসেনি; এ তো নতুন কথা নয়। অতএব নীলিমা যেন রবি ঠাকুরের নায়িকার মতোই বলতে চায় -

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।"[৫]

সুবিমলের ছবির দিকে তাকিয়ে নিজের মনের ভার লাঘবের আপ্রাণ চেষ্টা করে নীলিমা। ক্রমে তার সেতার বাজানোর কথা দুই ছাত্রীর মাধ্যমে পৌঁছায় ছাত্রীর বাবার কাছে। সেতার বাজাতে জানার প্রসঙ্গে নীলিমা জানায় সেতারের টিউশনি যদি জোটে তাহলে তার প্রাপ্তির অঙ্ক বাড়ে। নিজের বাপের বাড়িতে একবার সেতার শেখবার সুযোগ হয়েছিল নীলিমার। তার বাপের বাড়ির ভাড়াটেদের মধ্যে একটি বউয়ের কাছে সেতার ছিল। কিন্তু ভালোভাবে শিখতে পারার আগেই তাদের সঙ্গে কলের জল নিয়ে ঝগড়া বাধায় তারা কোথায় যেন চলে যায়। সেই থেকে নীলিমার শখ আর পূর্ণ হয়নি। ছাত্রীদের গান শেখাতে গিয়ে পুরন্দর অর্থাৎ রায়সাহেবের ছেলের পরামর্শে মনে নতুন আশা জাগে নীলিমার। প্রেমের পরশ, অধ্যাবসায়ের জেদ সবমিলিয়ে ৩০ টাকা সে স্বামীর হাতে তুলে দিতে পারে প্রথম মাসের শেষে। প্রথম বেরোবার সময় দেবর সুকোমল কিছুদিন আসতো নীলিমাকে ট্রামের স্টপেজ অবধি এগিয়ে দেবার জন্য। পুরন্দরের সহযোগিতায় বিনা পারিশ্রমিকে নারায়ণ ত্রিবেদীর কাছে সেতার শিখতে শুরু করলো নীলিমা। কিন্তু সেতার বাজাতে শেখার মধ্যে প্রয়োজনটাই বড়ো হয়ে উঠল তার কাছে।

এমনকি সে পুরন্দরের কাছে টাকা ধার চাইলো সেতার কেনার জন্য। পুরন্দর তাকে নিজের সেতারখানাই দেয়। আরো দু'টি টিউশনি এসেছিল। নীলিমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টিউশনি দু'টি নিয়ে নেয়। আর পুরন্দরের সেতারখানি তার কাছে থাকে। সেতার শেখানো, বাজানোর সঙ্গেই সে আকাশবাণীতেও যোগাযোগ করে। নিজের সাধ্য অতিক্রম করে সে সুবিমলকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর চেঞ্জে পাঠাবে বলে টাকা যোগাড় করতে থাকে। ত্রিবেদী তাকে তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেন। শেষ পর্যন্ত সুবিমলের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার দিন আসে। ৩০০ টাকা জমাবার লক্ষ নিয়ে শুরু করে ২৫ টাকা কমে প্রায় ৩০০ টাকাই জমিয়ে তুলতে পেরেছে নীলিমা।

রঙমহলে থিয়েটার ভাড়া নিয়ে জলসা করছে উত্তর কলকাতার এমন একদল ছেলে নীলিমাকে প্রথমবার আমন্ত্রিত শিল্পীরূপে আমন্ত্রণ জানায়। বন্যাপীড়িতদের জন্য দুর্গত ত্রাণ তহবিলে যাবে এ জলসা থেকে পাওয়া টাকা। একজন শিল্পীর কাছে এর থেকে বড়ো সদর্থক প্রাপ্তি আর কিছু নেই। নীলিমা সম্মত হয়। সুবিমলের ফিরে আসার দিন বিকেলে নীলিমার অনুষ্ঠান। সব কর্তব্যকর্ম সমাধা করেও সুবিমলের কাছে তাকে শুনতে হল -

"তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনেছে নীলিমা বাঈজীর ভূতপূর্ব স্বামী ফিরে এসেছে যমের দুয়ার থেকে। যমের হাত থেকে যমদণ্ড কেড়ে নিয়ে আজ কেবল একটিমাত্র জলসা হবে, কেবল তোমাতে - আমাতে।"[৬]

তীব্র কশাঘাতের মতোই এই সম্বোধন; এই প্রেমময় বাণী অথবা স্ত্রীর প্রেমের প্রতি একচ্ছত্র অধিকারের প্রতাপ প্রকাশ সুবিমল এবং তার মতো মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষদের নিম্ন মানসিকতারই পরিচয় বহন করে। টাকাকে কথার মাধ্যমে তুচ্ছ করা যেতে পারে ঠিকই; কিন্তু বাস্তব জীবনের কঠিন অভিঘাত সয়ে যে ঘরের বউ স্বামীকে সুস্থ করে তোলার জন্য এত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কষ্ট করেছে; তার শিল্পের মূল্য দেবার পালায় কেউই তার সহায় হয় না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকে ফিরতে হয় শিল্পের প্রকৃত প্রাপ্তির স্থানটি থেকে। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ তার মনকে জলসার কাছে নিয়ে গেলেও বাস্তবের তাড়নায় সে ঘরের বউ হয়েই থেকে যায়। যে স্বামীর জন্য এই আত্মত্যাগ অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন; সে হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কিন্তু যথার্থ সময়ে করতে পারে না। উপরন্তু সে করে সন্দেহ, ঈর্ষা, সঙ্গকামনা ইত্যাদি। মানবিকতার এক উজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারত যে দাম্পত্য; তা কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ল ঈর্ষার প্রাবল্যে। নরেন্দ্রনাথ গল্প শেষ করেছেন এখানেই। আর পাঠকের মনে যেন নীলিমার সেতারের ঝংকার ধ্বনিত হয়ে চলে গল্পপাঠের শেষেও। এই বঞ্চনা স্বাবলম্বী মেয়েদের জন্য এক বড়ো উদাহরণ।

আলোচনার পরবর্তী গল্প হল 'চেক'। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে এটি রচিত হয়। গল্পটি প্রথম ১৩৫৫ বঙ্গাব্দেরই 'দিগন্ত' পত্রিকায় পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পের সূত্রপাত এবং শেষ হয়েছে একটি চায়ের দোকানের কেবিনের মধ্যে। পরিতোষ নামে লেখকের পরিচিত এক ব্যক্তি লেখকের কাছে ২৫ টাকা পেতেন। তিনি লেখকের কাছে টাকা ফেরৎ চাইতে লেখক তাঁকে একটি চেক লিখে দেন। এই প্রসঙ্গে পরিতোষবাবুর একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। সেই ঘটনাই তিনি ব্যক্ত করেন লেখকের কাছে। বউবাজার ফরডাইস লেনের একটি সস্তা চায়ের দোকানে কাঠের আবরণ দেওয়া ছোটো একটি খোপে গল্প শুরু হয়েছিল। এই জায়গাটির ওপর পরিতোষবাবুর অদ্ভুত টান আছে- লক্ষ করেছেন লেখক।

বন্ধু সুবিমলের ঘটনা বলে কাহিনি শুরু করেন পরিতোষবাবু। কলকাতার ক্লাইভ রোয়ের একটি সদাগরি অফিসে চাকরি করে সুবিমল বোস। ভদ্র ব্যবহার, সুদর্শন চেহারায় সে অনেকের থেকে বেশ আলাদা। ভদ্র, মার্জিত ছেলেটি সম্পর্কে সবার ধারণাই ভালো। এর মধ্যে নারীবর্জিত অফিসে একদিন আসে সরসী দত্ত। শ্যামাঙ্গী হলেও সে সুন্দরী। অফিসের উত্তর- পূর্ব কোণে টাইপিস্ট হিসেবে বসে সরসী। স্বভাবতই তাকে ঘিরে সবার কৌতূহল। বৃদ্ধ ভুবনবাবু, বয়সে তরুণ বিনয়, চিন্ময়- প্রভৃতি সবাই কৌতূহল নিয়ে সরসীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলেও ঠিক পাত্তা করতে পারে না। সুবিমলের কৌতূহল থাকলেও তা সংযত।

সুবিমল চেষ্টা করে সরসীকে কিছু টাইপের কাজ দিয়ে তাকে ব্যস্ত রাখতে। সরসীর বাড়ির সবাই তার ওপর নির্ভরশীল। বৃদ্ধ মা বাবা, বিবাহিতা দিদি, তার ছেলে মোট চারজনের দায়িত্ব তার ওপর। সুবিমলদের কোম্পানির একজন মহিলা অর্গানাইজারের সুপারিশে চাকরি পেয়েছে সরসী। ক্রমশ সুবিমলের সঙ্গে ছোটো ছোটো তুচ্ছ ঘটনার মাধ্যমে আলাপ জমে ওঠে সরসীর। সরসী আর সুবিমলের যাতায়াতের পথও তাই প্রায়শ এক হয়ে পড়ে। সরসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়- তার বাবার ইচ্ছা ছিল না যে, মেয়ে পুরুষদের অফিসে চাকরি করুক। তার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "বলেছিলেন, না খেয়ে মরবেন, আধপেটা খেয়ে থাকবেন সেও ভালো, তবু মেয়েকে আগুনের মধ্যে আর পাঠাবেন না।"[৭]

সুবিমলের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বিধবা মা, অবিবাহিতা দুই বোন, দুই শিশুসন্তান সহ বৌদিকে নিয়ে কায়ক্লেশেই সংসার চালাতে হয় তাকে। ক্রমশ এই ঘনিষ্ঠতা জমাটবদ্ধ হয়। সরসীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় -

> "বাড়িতে আগেকার দিনে সরসীর বাবার যে সমাদর ছিল, এখন সেই আদর সম্মান পাচ্ছে সরসী। বলতে বলতে আত্মপ্রসাদে সরসীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"[৮]

একদিন পরিবহণ বন্ধ থাকায় অফিস থেকে ফেরার পথে এই রেস্টুরেন্টে বসে চা পান করে দু'জন। তাদের ঘনিষ্ঠতা হলেও জীবনের মোড় ছিল অন্যরকম। জানুয়ারির শেষে ইনক্রিমেন্ট লিস্ট বেরোলে তাতে সরসী ছাড়া সবারই মাইনে বেড়েছে দেখা যায়। সরসী সবার সামনে সুবিমলকে জেরা করতে শুরু করে। কথার বন্যায় তার অযোগ্যতার কিছু দিক উঠে আসে আলোচনার মধ্যে। সরসী আবেদনপত্র লিখে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে পাঠিয়ে দেয় সেই আবেদনপত্র। নিরালায় ছুটির পর দেখা হলে পাওনা থেকে টাকা সরসীকে দিতে চাইলে অহংবোধে আঘাত লাগে সরসীর। পরেরদিন জেনারেল ম্যানেজার নবনী চ্যাটার্জীর ঘরে ডাক পড়ে সরসীর। সরসী বেশ খানিকটা সময় পরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে হাসি মুখে। এরপর সরসীর বসার জায়গা ঘিরে আবরণ ওঠে। সেখানে অফিসের অন্য কারোর যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। সরসীকে কাজে সাহায্যের জন্য ইতিপূর্বে সুবিমল অনেকবার হাত বাড়িয়ে দিলেও বর্তমানে সুবিমলের সাহায্য আর সরসী নিতে চায় না। নবনী চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার হৃদ্যতা ক্রমশ বেড়ে ওঠে। অফিসের ডেসপ্যাচার নীলকমলবাবু নবনী চ্যাটার্জীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এবং একই মোটরে চেপে যেতে দেখেছেন বলে সুবিমলকে জানান। সরসীর সার্বিক পরিবর্তন সুবিমল চোখের সামনে দেখতে পায়। একদিন যে সুবিমলের থেকে একটি তাঁতের শাড়ি উপহার নিতে চায়নি; বর্তমানে তার হাবভাব সম্পূর্ণ পৃথক। সুবিমল জানে, চাকরি ছেড়ে দিতে চাইলেও চাকরি ছাড়তে গেলে যে বিকল্প জীবিকার প্রয়োজন হবে তা জোগাড় করাও জরুরি।

এছাড়া তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাও ছিল যে, সরসীর শেষ পরিণতি সে দেখবে। তার আশা পূর্ণ হতে দেরি হল না। ছয়মাসের বিশেষ ইনক্রিমেন্ট পেল সরসী। এর সাথে শোনা গেল যে, নবনী চ্যাটার্জীর বিয়ে। তবে সে বিয়ের পাত্রী কলকাতার প্রখ্যাত ব্যাঙ্কারের কন্যা মমতা মুখার্জী। নবনীবাবুর দাদা অবনীবাবুই এই বিয়ের বিশেষ উদ্যোক্তা। রাজনীতি করার জন্য তাঁর একটি মুখপত্র প্রয়োজন। এর কিছুদিন পর সরসীকে আর দেখা গেল না অফিসে। তার বদলে একজন পুরুষ টাইপিস্ট এসে হাজির হল। সুবিমল অন্যত্র চাকরির খোঁজ অনেকদিন থেকেই করছিল। ডেসপ্যাচে এমন সময় সে পেল সরসীর চিঠি। সেই চিঠির বার্তা অনুযায়ী ফরডাইস লেনের রেস্টুরেন্টে পুনরায় দেখা করল তারা। এ প্রসঙ্গে সুবিমলের মনোভাব সম্পর্কে লেখক বলেন-

> "ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধের স্পৃহা সবকিছু ছাপিয়ে এবারও কৌতূহল বড় হয়ে উঠেছে তার। নিতান্তই কৌতূহল।"[৯]

সরসীর প্রসাধন দেখে খুব উচ্চকিত অবস্থা অথবা হতাশা কিছুই প্রকাশ করল না সুবিমল। এরপর সরসী জিজ্ঞাসা করল যে, চাকরি-বাকরি সবকিছুই যখন গেছে তখন কি করা যায়? এমনকি ব্যবসা করতেও যে সে সম্মত তাও জানায়। সুবিমলের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে চায় সে। টাকা তার কাছে আছে। সেই অঙ্ক দশ হাজার। এরপর সরসী লয়েডস ব্যাঙ্কের দশ হাজার টাকার কাটা চেকটি সুবিমলকে দেখায়। নারীর স্বাবলম্বনের ইতিহাসে এই ব্যবসার প্রস্তাব এবং মূলধনের জোগাড় দেখে বিস্মিত হয় সুবিমল। চেক উল্টে সে দেখতে পায় যে, তার নামে চেকটি এনডোর্স করে রেখেছে সরসী। সুবিলের প্রশ্নের উত্তরে সরসী জানায় -

> "কিন্তু দু'জনে মিলে কথাটুকু সুবিমলের কানে গিয়ে বিঁধল। কথাটা আজ যত বেশি অর্থবান তত বেশি নিরর্থক।"[১০]

নিজের পারদর্শিতা, সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠার আখ্যান বলে চলে সরসী। তার জামাইবাবু অন্তঃসত্ত্বা দিদিকে বিয়ে করে, দিদির গয়না কেড়ে নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত নবনী চ্যাটার্জী মমতা মুখার্জীকে বিয়ে করে যৌতুকের টাকায় সরসীর ধার শোধ করেছেন। এই সময়ে চেকটি খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে সুবিমল।

সরসী সুবিমলের স্ত্রী যখন; তখন নিশ্চয়ই সুবিমল অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি হয়ে উঠেছে - এমনটাই আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সুবিমলের আচরণে কোনো পরিবর্তন মেলে না। গল্প নামক সত্য এই কাহিনি চ্যাটার্জী আর সুবিমল কাউকে কাউকে শোনালেও অনেকেই এই গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা কুসঙ্গে পড়লে কি ধরনের সমস্যাবলীর জন্ম দিতে পারে - সেই বিষয়ে লেখক এক ছবি এঁকেছেন যেন। কঠোর সমাজবাস্তব বড়োই নিষ্ঠুর। বাস্তবতার ঘেরাটোপ পেরিয়ে যেতে পেরেছে সরসী। কিন্তু সুবিমল সচ্চরিত্র, আদর্শবান। সে সুযোগ নেয়নি; পরিবর্তে দিয়েছে সম্মান, ভরসা আর নিরাপত্তা। বাবার মতোই সংসার চালাতে গিয়ে নিজের সংসারে সম্মান আর সমীহ পেয়েছে সরসী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মন্তব্য -

> "ফলে একই সময়ের লেখা গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কত সহজে আমাদের সমাজের নারী-পুরুষের কাজের ভাগ, শ্রমের ভাগ, টাকা উপার্জনক্ষম মেয়েদের পরিবারের মূল্যগত বদলকে ফুটিয়ে তুলেছেন।"[১১]

প্রকৃত অর্থে নারীর সম্মান মূল্যহীন হতে পারে না।

'বিদায় অভিশাপ' রচনায় দেবযানী জানিয়েছিল –

> "রমণীর মন সহস্রবর্ষেরই সখা, সাধনার ধন।"[১২]

নারীর সেই সম্মান রক্ষা করেছে প্রকৃত প্রেমিক সুবিমল। সে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি নিজের এবং প্রেমিকার আত্মসম্মান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আলোচনার পরবর্তী গল্প হল 'অবতরণিকা'। এ গল্পে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে লেখক যেন কলকাতা শহরের পটভূমিতে জীবন্ত করে তুলেছেন। গল্পটির রচনাকাল ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের 'আনন্দবাজার' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পের শুরুতেই এক মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। গল্পের শুরুতে যৌথ পরিবারের বউ আরতি চাকরি করে এসে বাড়িতে প্রবেশ করে। চাকরিরতা পুত্রবধূকে নিয়েই প্রিয়গোপাল এবং সরোজিনীর যাবতীয় সমালোচনা। মন্দিরা অর্থাৎ আরতির মেয়ে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় কোনো সদুত্তর পায় না আরতি।

সুব্রত-র মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "যে অফিসের কাজে রাত আটটা অবধি তোমাকে বাইরে থাকতে হয়, বাড়ির কারো সুবিধা-অসুবিধা অসুখ-বিসুখ পর্যন্ত দেখা চলে না, তেমন অফিস তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না আমি।"[১৩]

এর উত্তরে সুব্রত স্ত্রীর কথার মধ্যে শালীনতার অভাব লক্ষ করে। উল্টোডাঙায় সরু গলির মধ্যে ভাড়া ঘর দু'খানি। মা-বাবা, ছোটো ভাই-বোন তিনটি, স্বামী-স্ত্রী, দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে অস্থির অবস্থা সুব্রত-র। আরতি সুব্রত-র কাছেই শুনেছে মেয়েদের চাকরি করার কথা। নিজেকে চাকরির চেষ্টা করতে হবে তা সে মাস ছয়েক আগেও ভাবেনি। খরচ কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন সামাল দিতে পারে না সুব্রত; তখন এই চাকরি পায় আরতি। ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে একবছর পড়াশোনা করেছিল সে। এরপর আরতির বাবা এক বছর বিয়ের পর তার কাছে থেকে পড়া সম্পূর্ণ করতে বললে প্রিয়গোপাল রাজি হননি। ক্রমশ অবস্থা গতিকে শেষে জমিদারি সেরেস্তার চাকরি যাওয়ায় তিনি সপরিবারে কলকাতা শহরে ছেলে সুব্রত-র কাছে এসে পড়লেন। বর্তমানে প্রিয়গোপাল, সরোজিনী ছেলে-মেয়েসহ পুত্র-পুত্রবধূ-র সঙ্গে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আরতি তাতে খুশিই হয়েছে। ক্যানিং স্ট্রিটের মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জী কোম্পানির অস্থায়ী অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট- এর পদে সে যোগদান করেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কুটিল মানসিকতা গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। পুরোনো দিনের মানসিকতা ত্যাগ করে নতুন সময়ের বর্ণবৈভবে সেজে উঠতে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের সময় লেগেছে বহুকাল। সুব্রত একসময় চাকরিরতা বন্ধুপত্নীদের একটি তালিকা দিয়েছিল আরতিকে।

একসময় সংসারের প্রয়োজনে প্রিয়গোপাল ও সরোজিনীর আরতির চাকরিতে আপত্তির বিষয় নিয়ে তাকে বলতে হয়েছিল -

> "কিন্তু এত বড় সংসার একার চাকরিতে চালিয়ে নেওয়া কারোরই সাধ্য নেই আজকাল।"[১৪]

সুব্রত যে নিজের স্ত্রীর চাকরি করার বিষয়টি মর্যাদাহানিকর বলে মনে করে না; সে কথা কিন্তু সে কোনোভাবেই বলতে পারেনি মা-বাবাকে। অর্থাৎ স্ত্রীর পক্ষে প্রতিকারমূলক কোনো ভাষ্য দেবার ক্ষমতা রাখে না সে। চাকরি করার ফলে ছেলে বাবলু আর মেয়ে মন্দিরাকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় আরতিকে। তার কাছে উপায় নেই যে, সে এই দায়িত্ব অস্বীকার করবে! সন্তানের সব দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাবে মাকেই নিতে হবে; এমন অলিখিত নিয়মের নাগপাশে মেয়েরা বন্দি হয়ে থাকে। আরতি চাকরি পাবার পর প্রিয়গোপাল বলেন -

> "আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব?"[১৫]

আরতির কর্তব্যনিষ্ঠা আর কাজ করার উদ্যম অনেকের মধ্যে চোখে পড়ার মতো। সে কাজকে গুরুত্ব দিতে জানে। কিছুদিনের মধ্যেই সুব্রত-র অপছন্দের তালিকা তৈরি হতে থাকে। তিন দিন পর পর আরতির শাড়ি বদলানো, তার সাজসজ্জার পারিপাট্য, ক্রেতা-ক্রেত্রীদের সম্পর্কে অভিনব অভিজ্ঞতা, কখনো এক গাড়িতে চেপে বাড়ি বা অফিস ফেরার বিষয়গুলি সুব্রত-র পৌরুষকে আহত করতে থাকে। অফিসে অ্যাংলো- ইন্ডিয়ান সহকর্মিণী এডিথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ইংরেজিতেও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে আরতি। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজিতে কথা বলতে পারার সুখ আরতির মুখে স্পষ্ট।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে যখন সবার জন্য আরতি কিছু কিছু জিনিস কিনে নিয়ে এসেছিল; তখন সুব্রত-র মন্তব্য ছিল এরকম -

> "প্রথম মাসেই হিমাংশুবাবু কর্মচারীদের বকশিশ দিলেন নাকি?"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আরতি মেশিন বিক্রির কমিশন হিসেবে বাকি টাকার উল্লেখ করে। সুব্রত আরতির, আনা দামি সিগারেট টানলেও তার মধ্যে নিজের অক্ষমতার আভাস পায়। মাইনের ১০০ টাকা শ্বশুরকে দিয়ে আরতিকে শুনতে হয় যে, সে শ্বশুরকে অপমান করছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় -

> "নরেন্দ্রনাথের মন বিশ্লেষণধর্মী। দৈনন্দিন তুচ্ছতার পটভূমিতে যে গল্পের সূচনা, তার পরিণতি পটভূমির সীমান্ত অবলীলায় ছাড়িয়ে যায়।"[১৭]

যৌথ পরিবারের সব দায়িত্ব স্বীকার করে একজন পরিচারিকা রাখা হয়। ননদ নীলাকে স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়। সংসারের সচ্ছল অবস্থা ফিরে এলেও আরতিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে সুব্রত। তাদের পূর্বের দাম্পত্যের দিনগুলি যেন বড়ো বেশি আপন মনে হয়। আরতির নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিকা কুমুদিনী সবকিছু সামলে দেয়। কিন্তু সুব্রত-র কাছে এসব নীরস বোধ হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সুব্রত- র মনোভাব -

> "বউয়ের কাজ কি ঝি'কে দিয়ে চলে?"[১৮]

মানুষের মানসিকতার এই দোলাচল বড়োই আশ্চর্যের। মানুষ নিজেও জানে না যে, সে কিসে তৃপ্ত হবে? তাই দূর সম্পর্কের পুরুষ আত্মীয়ের সঙ্গে বসে আরতি চা খেয়েছে এ কথা পরিচিতদের কাছে শুনলে ঈর্ষা অনুভব করে সুব্রত। মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক সমকালীন সময়ের দোলাচলে সে নিজের সত্তাকে উন্মীলিত করতে পারে না যথোচিতভাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের উল্লেখযোগ্য মন্তব্য -

> "নরনারীর ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নটি সেখানে অনেকাংশে যেন পরিবেশ - নিরপেক্ষভাবেই জটিল রূপ গ্রহণ করেছে। অবশ্য তার নায়ক-নায়িকার ও অন্য অনেক চরিত্রের মানসিকতা ও মননধর্ম যে মার্জিত নাগরিক চেতনারই অবশ্যম্ভাবী ফল, তাতে সন্দেহ নেই।"[১৯]

সুব্রত নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে একদিন যায় আরতির অফিসে। কিন্তু কোম্পানির মালিক হিমাংশুবাবুর কাছে করবে বলে ভেবেছিল তা সে করতে পারে না। উপরন্তু আরতির কর্মকুশলতার প্রশংসা শুনতে পায় হিমাংশুবাবুর কাছে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন -

> "বসে বসে স্ত্রীর প্রশংসা শোনে সুব্রত। অন্য একজন পুরুষের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা। চাকরিতে পাঠাবার সুযোগ না হলে স্ত্রীর এসব গুণ সুব্রতর কাছে অনা বিস্তৃত থাকত।"[২০]

সুব্রত অনুধাবন করে যে, আরতি এই অফিসে হিমাংশু মুখার্জীর কর্মচারী। আর বাড়িতে স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা না পাওয়ার জন্য আরতি বা হিমাংশুবাবুকে দোষারোপ করে খুব একটা লাভ নেই। সুব্রত তার অফিসের চাকরির পর ইনসিওরেন্সের এজেন্সি, পারফিউমারি ফার্মের হিসেব দেখা এসব পার্টটাইম চাকরি করতে থাকে। কিন্তু আরতি চাকরি ছাড়তে সম্মত নয়। এখানে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব নারীর স্বাবলম্বনের চেষ্টাকে অপব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত করেছে। শ্বশুর নিবারণ বাঁড়ুয্যেকে বার লাইব্রেরির অফিসে ফোন করে আরতির সম্পর্কে অভিযোগ জানায় সুব্রত। বাধ্য হয়ে নিবারণ মেয়ের বাড়ি এসে বোঝাপড়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত আরতির কথায় চুপ করতে হয় তাঁকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আরতির যুক্তিযুক্ত মন্তব্য -

> "লীগাল প্রাকটিশনার হয়ে তুমি এমন বে-আইনী কাজ করছ কেন বাবা? ট্রেসপাসের দায়ে পড়ে যাবে যে।"[২১]

আরতিকে সরোজিনীও বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আরতি তার চাকরি না ছাড়ার সিদ্ধান্তে অনড়। শ্বশুরের কাছে আরতিকে নিয়ে গিয়ে কয়েক দিন রাখার প্রস্তাব দেয় সুব্রত। এরপরই ঘটে সেই অঘটন। জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। সুব্রত-র চাকরি চলে যায়। নিবারণের ১০০০ টাকার সেভিংস অ্যাকাউন্টের টাকাও খোয়া যায় এর ফলে। বাবাকে আরতি জানায় যে, এই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না হলে সে নিজের মাইনে থেকে এই টাকা শোধ করে দেবে বছর দু'য়েকের মধ্যে। আরতির বাপের বাড়ি যাবার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে অতঃপর। আরতির পরিশ্রম বেড়ে যায় বহুগুণ। তবে ক্রেতা বা ক্রেত্রীদের বাড়ি থেকে দুর্ব্যবহারের কথাও সে স্বামীকে জানায় মাঝে মাঝে। এসব অপমানের গল্প বা হিমাংশুবাবুর তিরস্কারের কথা সুব্রতকে না বলতে চেয়েও কখনো কখনো বলে ফেলে আরতি। এবার সুব্রত-র মন্তব্য এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় -

> "খবরদার, এখন কিন্তু মেজাজ দেখাবার সময় নয় আমাদের।"[২২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংসারের পরিস্থিতি দেখে পরিচারিকাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। দুধ, কয়লা, চা, ধোপা সব খরচ কমিয়ে দিতে হয়। চাকরির চেষ্টায় বেরোবার আগে সুব্রত যথাসাধ্য সাহায্য করে আরতিকে। শাশুড়িও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন এ সময়। মেশিন বিক্রির কমিশনের কথা নিয়ে এডিথের সঙ্গে বাদানুবাদের বিষয়ে আরতি সুব্রতকে জানালে সে এ নিয়ে মিস্টার মুখার্জীর সঙ্গে বিবাদে যেতে বারণ করে আরতিকে। আরতি উত্তেজিত হয়। লক্ষণীয় যে, সময়ের পালাবাদলের সঙ্গে পালাবদল ঘটে সুব্রত-র আচরণের। একসময় আর্থিক অনটনের কোপে পড়ে স্ত্রীকে চাকরি করতে পাঠাবার পর তার কৃতিত্ব, কর্মকুশলতা একসময় সে সহ্য করতে পারেনি। আবার প্রয়োজনের তাগিদে আরতির অফিসে অভিযোগ জানাবার জন্য যেতে সে দ্বিধাবোধ করেনি। আবার চাকরি চলে গেলে স্ত্রীকে কোনো বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়তে সে বারণ করেছে। সুব্রত-র মতো অস্থিরচিত্ত মানুষর চরিত্রের এই বিবর্তন হাস্যকর বলে মনে হলেও সামাজিক নারীদের এই পুরুষকেন্দ্রিক কৃপাপরবশতার ওপর বেঁচে থাকার বিষয়টি নির্মম সত্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য -

> "নরেন্দ্রনাথের এই জাতীয় নারী চরিত্রেরা দুঃখের দিনেও অন্যের গলগ্রহ হতে রাজি হয় না।"[২৩]

এর কয়েকদিন পর বর্ধমানে একটি চাকরির জন্য সুপারিশ নিয়ে গেলেও সেখানে গিয়ে সুব্রত বুঝতে পারে যে, তা শুধু লোক দেখানো বিজ্ঞাপন। একালের মতো সেকালেও পক্ষপাতিত্ব, সুযোগ করে দেওয়া, অসৎ প্রবৃত্তি ইত্যাদি যে অপ্রতুল ছিল না- তার বাস্তব প্রয়োগ সুব্রত দেখতে পায়। সেদিন বেলা দশটার সময় বাড়ি ফিরে আরতিকে গৃহকর্মে রত দেখে সুব্রত এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চায়।

আরতি সম্পূর্ণ ঘটনাটি ব্যাখ্যা করে। এডিথের সঙ্গে কমিশন নিয়ে বাকবিতণ্ডা হওয়ার পর এডিথ একদিন আসতে পারেনি। অফিসের নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে অধিক সতর্ক হিমাংশুবাবু সেদিন এডিথের চিঠি দেখেও তার চরিত্র সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। এডিথের চিঠি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল আরতি। এডিথ ক্রেতাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করে উপরি কমিশনের লোভে - এরকম মন্তব্য করায় অফিসের মহিলা সহকর্মী রমা- মল্লিকা আরক্ত হয়ে ওঠে। অফিসের দুই পুরুষ কর্মচারী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি বিনিময় করে। এই অপমানজনক মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে আরতি। হিমাংশুবাবু আরতির প্রতিবাদের উত্তরেও তাঁর মন্তব্যে অনড় থাকেন। শেষে আরতি তার পদত্যাগপত্র দিয়ে চাকরি থেকে অব্যাহতি চায়।

হিমাংশুবাবু তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আরতি হিমাংশুবাবুকে তাঁর বক্তব্য ফিরিয়ে নেবার কথা বলে। কিন্তু হিমাংশুবাবুর এ বিষয়ে অনড়তার কারণে আরতি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। সব কথা শোনার পর সরোজনীর মন্তব্য লক্ষণীয় -

> "আর এই কি আমাদের মেজাজ দেখাবার গোঁয়ার্তুমি করবার সময়? এমন চাকরি নেওয়াই বা কেন, আর ছাড়াই বা কেন?"[২৪]

প্রিয়গোপাল এর মধ্যে ঢুকতে নারাজ। আর বিস্ময় জাগায় সুব্রত-র মন্তব্য -

> "সবচেয়ে মজার কথা মা, অপমান করেছে সে হয়ত দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিসে হাজির হয়ে এতক্ষণে কাজও শুরু করে দিয়েছে। সে তো আর সেন্টিমেন্টাল বাঙ্গালী মেয়ে নয়।"[২৫]

আরতির শেষ প্রতিবাদ তার চোখের জল মধ্যবিত্তের ঘুণ ধরা, বস্তাপচা মানসিকতাকে পাঠকের সামনে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে। প্রয়োজনের বশে নিজেদের সংস্কার, মূল্যবোধ, আদর্শের পরতগুলি পরিবর্তিত করে নিতে বাধে না তাদের। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য -

> "নরেন্দ্রনাথ প্রধানত মনের কারবারি। নানা ঘটনার পিছনে মানুষের মনে যে বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে তারই প্রাধান্য।"[২৬]

সংসারের দুঃসময় ও সুসময়ের পালায় তাদের নানাবিধ রূপ প্রকট হয়ে পড়ে। কিন্তু যেখানে মেয়ে-বউয়ের সম্পর্কে এমন কুরুচিকর মন্তব্য শুনে কাজ করতে হয়; সেই অবমাননা মধ্যবিত্তের গায়ে জ্বালা ধরায় না, আদর্শে আঘাত দেয় না। এডিথ বা অন্য কোনো ধর্মের নারীর প্রসঙ্গে বললেও; নারীরা যে শুধু চিত্ত-বিনোদনের বস্তু নয় এ কথাই আরতি সুতীব্রভাবে ঘোষণা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 276 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করেছিল। উচ্চবিত্ত হিমাংশু মুখার্জী সেই প্রতিবাদকে নস্যাৎ করেছেন। আর শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা আরতিকে জেদি, অহংকারী, বোকা ভেবেছে। নারীর স্বাবলম্বনের জন্য নারীর আত্মসম্মান থাকাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

'সেতার' গল্পে উপার্জনহীন স্বামী তথা শ্বশুরবাড়ির লোক নীলিমার চেষ্টা ও প্রতিভাকে অসম্মান করেছে। 'চেক' গল্পে সরসী নিজের আত্মমর্যাদা খোয়ালেও সুবিমল তার প্রেমিকা তথা স্ত্রীর মর্যাদা যথোচিত তৎপরতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে রক্ষা করেছেন। 'অবতরণিকা' গল্পে সুব্রত আর তার মা বাবা আরতির প্রতি হীনমন্যতায় ভুগেছে। তার শিক্ষা, বুদ্ধি, চাতুর্য, বাকপটুতা, কর্মনিষ্ঠা, সাহসী সত্তা, প্রতিবাদের ভাষা এসবের প্রতি সামান্যতম মনোযোগ দেবার প্রয়োজন অনুভব করেনি সুব্রত এবং তার বাড়ির বাকি সদস্যরা। এখানে নারীর স্বাবলম্বন ও আত্মসম্মানের প্রান্তসীমা নির্ধারিত হয়েছে যেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে এভাবে যুগান্তরিত পরিকাঠামোর নিষ্ক্রিয়তায় প্রতিফলিত হয়েছে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ১৩৪৫, পৃ. ৩৯৯
২. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', ('গল্পমালা- ১'), ১৯৮৬, পৃ. ৪৩
৩. তদেব, পৃ. ৪৫
৪. তদেব
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মুক্তি', ('পলাতকা'), ১৩৯৫, পৃ. ১০
৬. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, সেতার, ('গল্পমালা- ১'), ১৯৮৬, পৃ. ৯৫
৭. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, 'চেক', ('গল্পমালা-১'), ১৯৮৬, পৃ. ৯৫
৮. তদেব, পৃ. ৯৬
৯. তদেব, পৃ. ১০৩
১০. তদেব, পৃ. ১০৬
১১. বসু, সঞ্চিতা, 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প : কর্মরত মেয়েদের ভূমিকা (১৯৪৫-১৯৫৫)', 'আত্মবিকাশ', জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ৬৭
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিদায় অভিশাপ', ('আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন'), ২০০৬, পৃ. ৮১
১৩. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', ('গল্পমালা-১'), ১৯৮৬, পৃ. ১২৩
১৪. তদেব, পৃ. ১২৮
১৫. তদেব, পৃ. ১২৭
১৬. তদেব, পৃ. ১৩১
১৭. মিত্র, সরোজমোহন, 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প', ২০১১, পৃ. ২৮০
১৮. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, অবতরণিকা, মিত্র, নরেন্দ্রনাথ ('গল্পমালা -১'), ১৯৮৬, পৃ. ১৩৩
১৯. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, 'দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', ১৯৮৬, পৃ. ১৭৯
২০. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', ('গল্পমালা- ১'), ১৯৮৬, পৃ. ১৩৫
২১. তদেব, পৃ. ১৩৭
২২. তদেব, পৃ. ১৩৯
২৩. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, 'কথাসাহিত্য : কথাসাহিত্যিক', ২০১৬, পৃ. ৩২৬
২৪. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', ('গল্পমালা- ১'), ১৯৮৬, পৃ. ১৪২
২৫. তদেব
২৬. মিত্র, সরোজমোহন, 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের ভূমিকা', 'আত্মবিকাশ', জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ. ৬